এই সময়
সংবাদপত্র
November 16 2015-page 6

সাপের কামড়ে কী চিকিৎসা, বই প্রকাশ

এই সময়: 'সাপ, কামড় ও চিকিৎসা' নামে একটি বই প্রকাশিত হল শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে। সেখানে শুধু ওঝা নয়, উপস্থিত ছিলেন বহু চিকিৎসক ও যুক্তিবাদী সংগঠন। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের পরামর্শদাতা কমিটির প্রধান সুব্রত মৈত্র। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যেই ক্যানিং হাসপাতালকে সাপের কামড়ের চিকিৎসার উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে ডায়ালিসিস পরিষেবার পাশাপাশি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট চালু করা হচ্ছে। এ ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সাপের কামড়ে চিকিৎসার আরও স্যাটেলাইট সেন্টার কী ভাবে চালু করা যায়, সরকার তা ভাবছে।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হারান প্রামাণিক ও কাবিল মজুমদার। পারিবারিক সূত্রে তাঁরা ওঝা। কিন্তু বিষধর সাপ কামড়েছে বুঝলেই তাঁরা আক্রান্তকে হাসপাতালে পাঠানোর উদ্যোগ নেন।

বইটিতে সাপ, কামড় ও চিকিৎসা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা ও দু'শোর বেশি ছবি আছে। বইটির সংকলকদের তরফে ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার তরফে বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার সোম, বিজন ভট্টাচার্যরা জানালেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যেকটি ব্লকে মাসে গড়ে ১৬ জন বিষধর সাপের কামড়ে আক্রান্ত হন। এর ৫০ শতাংশ মারা যান। গত তিন বছরে ১২ হাজার ২৩২ জন মারা গিয়েছেন। বইতে স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছে, কামড়ানোর পর সাপকে চিহ্নিত করার জন্য কী কী করতে হবে। এমনকি চিকিৎসকদের সচেতন করতেও তথ্য সংকলন করা হয়েছে।